শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ শুভ উদ্বোধন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

কাশিমপুর, গাজীপুর, সোমবার, ৪ অগ্রহায়ণ ১৪২০, ১৮ নভেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি,

মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

দাতো শ্রী মোহাম্মদ নজিব বিন তুন আবদুল রাজাক (Dato Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak),

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানিত সফরসঙ্গীবৃন্দ,

আমার ছোট বোন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ রেহানা,

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

আজ বহু প্রত্যাশিত শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজের যাত্রা শুরু হলো। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হলো। এজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

বাংলাদেশের আপামর জনগণের প্রত্যাশা এবং আমার ও আমার বোনের বহুদিনের লালিত স্বপ্নের সফল বাস্তবায়নের এই শুভ লগ্নে আমরা দুজনই গভীর আবেগে আপ্লুত। আমরা আজ বিশেষভাবে আনন্দিত এজন্য যে আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বন্ধুরাষ্ট্র মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁর উপস্থিতি বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।

আমরা উভয়ই দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বাবা তুন আবদুল রাজাক হোসেইন (Tun Abdul Razak Hussein) যখন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী তখন বঙ্গবন্ধুও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

সুধিমন্ডলী,

আজকের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি নিপীড়িত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখান। ২৪ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি জাতিকে নেতৃত্ব দেন। বছরের পর বছর কারাগারে কাটান। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ মুক্তিযুদ্ধের ডাক দেন। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, আমার মমতাময়ী মা, জাতির পিতার বিশাল রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞের প্রধান সহযাত্রী, মহীয়সী নারী, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে। যিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে অনন্য অবদান রেখেছেন। জাতির পিতাকে সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। জাতির পিতা যখন কারাগারে থাকতেন তখন বঙ্গমাতা প্রচার-প্রচারণার বাইরে থেকে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠন পরিচালনা করতেন। সামরিক শাসক আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ৬-দফা, ১১-দফা আন্দোলনের সময় অলঙ্কার বিক্রি করে ছাত্রদের অর্থ-সহায়তা দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের পর পরই সামরিক জান্তা বঙ্গমাতাকে গ্রেফতার করে। দেশ শত্রুমুক্ত হবার পর ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তিনি মুক্তি পান। এই মহীয়সী নারীর অবদানের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে এই হাসপাতালের নামকরণ করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ধ্বংসস্তুপ থেকে টেনে তোলেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তারা আমার মা, তিন ভাইসহ আমাদের

পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হত্যা করে। আমার ছোট বোন শেখ রেহানা এবং আমি বিদেশে থাকায় এই চরম শোক বহন করার জন্য পৃথিবীতে থেকে যাই। ৬ বছর প্রবাসে থাকতে বাধ্য হই। ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে আসি। এই অপশক্তি তারপর থেকে অনেকবার আমাকে হত্যার চেষ্টা চালায়। দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণের জন্যই হয়তঃ আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেখান থেকেই দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করার প্রেরণা পাচ্ছি।

জাতির পিতার স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যই ছিল গরীব মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করা। মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন করা। তাই গরীব জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ১৯৯৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট গঠন করি। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িসহ সব অর্থ-সম্পদ ট্রাস্টের হাতে তুলে দেই।

এই ট্রাস্ট থেকে প্রায় ১৭০০ দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। দুঃস্থ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সহায়তা দেয়া হচ্ছে। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলায় আহতদের চিকিৎসার ব্যয় মেটানো হচ্ছে। দেশব্যাপী আই ক্যাম্প স্থাপনসহ গরীব রোগীদের চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এই ট্রাস্টের সর্ববৃহৎ জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ হচ্ছে এই শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ।

২০১১ সালের ১৪ জানুয়ারি এই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। আজ এর উদ্বোধন করা হলো। ৬ একর জমির উপর ২১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ২৫০ শয্যার এই হাসপাতালে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী অগ্রাধিকার পাবে। পাশে হাইওয়ে, শিল্প-কল-কারখানা, ইপিজেড এবং আশেপাশে অনেক গার্মেন্টস কর্মী বসবাস করে। তারা উন্নত সেবা পাবে। সব ধরনের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি নারী, শিশু এবং প্রতিবন্ধী বিশেষ করে অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার সুযোগ থাকবে। উচ্চশিক্ষিত নার্স তৈরি হবে।

এই আধুনিক হাসপাতালের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকছে মালয়েশিয়ার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থা কামপুলান পেরুতান জহর (KPJ)। এ উদ্যোগ পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশীপের ক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এর ফলে স্বল্পমূল্যে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হবে। দেশের স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। দক্ষ চিকিৎসক গড়ে উঠবে। চিকিৎসাসেবার মান বাড়বে। সাধারণ মানুষও উন্নত চিকিৎসাসেবা পাবে। বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা কমবে। বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সাধারণ মানুষের উন্নয়নে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করে। ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেয়।

আমরা এবার সরকারে এসে ক্লিনিকগুলো চালু করি। প্রায় ১৫ হাজার ৬০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে গ্রামীণ শিশু ও নারী-পুরুষ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে। বিনামূল্যে ঔষধ পাচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। টেলিমেডিসিন ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী গ্রামে থেকেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা পাচ্ছে।

আমরা একটি যুগোপযোগী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় হাসপাতালগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। বেডের সংখ্যা ৭ হাজার ৬৮০টি বাড়ানো হয়েছে। উন্নত যন্ত্রপাতি ও অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে। জটিল রোগের চিকিৎসায় নতুন নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। শিশু ও প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটের বেড সংখ্যা ১০০তে উন্নীত করা হয়েছে। যদিও ৩০০-৪০০ রোগীর চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। চট্টগ্রামে বার্ন ইউনিট খোলা হয়েছে। প্রতিটি জেলা হাসপাতালে বার্ন ইউনিট খোলা হবে। ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ২৪টি সরকারী হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসারে সরকারী ৫টি সহ ২০টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, ১১টি ডেন্টাল কলেজ, ৪৭টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী, ৭২টি মেডিক্যাল এসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, ১০টি নার্সিং কলেজ এবং ৩১টি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। মিড ওয়াইফারী কোর্স চালু করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।

আমরা মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম এবং লেকটেটিং মাদার ভাতা চালু করেছি। শিশুদের টিকাদান নিশ্চিত করেছি। অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসা ও সেবা দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

এসব উদ্যোগের ফলে শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এজন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘের এমডিজি এওয়ার্ড ও সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু ৬৯ বছরে উন্নীত হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি গত পাঁচ বছরে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, যোগাযোগ, ক্রীড়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছি। অর্থনীতিতে ৬ শতাংশের বেশী প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছি। দেশ দ্রুত আর্থ-সামাজিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশের এ অগ্রগতির প্রশংসা করছে।

সুধিবৃন্দ,

দারিদ্র্য এ অঞ্চলের প্রধান শত্রু। এই দারিদ্র্য দূর করে এবং নতুন প্রজন্মকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে আমরা এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যাতে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ মাথাচাড়া দিতে না পারে। এ লক্ষ্যে আমি আঞ্চলিক সহযোগিতা কামনা করি।

দেশে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্ন অনুযায়ী ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ সোনার বাংলা গড়ে তুলবো। এ লক্ষ্য পূরণে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিটি নাগরিককে অবদান রাখার আহবান জানাই।

সুধিমন্ডলী,

মালয়েশিয়া বাংলাদেশের পরম বন্ধু। বাণিজ্য-বিনিয়োগ সম্পর্কও শক্তিশালী হচ্ছে। মালয়েশিয়া বাংলাদেশের তৃতীয় শীর্ষ আমদানি উৎস। আমাদের পণ্য রপ্তানি অনেক কম হলেও উত্তরোত্তর তা বাড়ছে। বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও উদ্যোগ নেবেন বলে আমি আশা করি।

মালয়েশিয়া সরকারের সহযোগিতার ফলে সব সমস্যা কাটিয়ে বাংলাদেশ আবার জনশক্তি রপ্তানি শুরু করতে পেরেছে। জি-টু-জি ভিত্তিতে জনশক্তি রপ্তানি আরও বেগবান হবে বলে আমি আশা করি।

মালয়েশিয়ার বিনিয়োগকারীরা আইসিটি ও টেলিকমিউনিকেশন খাতে বিনিয়োগ করেছে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ অন্যান্য খাতে আরও বিনিয়োগ করার জন্য আমি তাদের প্রতি আহবান জানাই।

পরিশেষে এই হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবারও ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর সকল সদস্যকে। ধন্যবাদ জানাই, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ এই হাসপাতাল নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে।

আপনারা সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন, এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক